



221210 - পূর্ববরে একটী রোগেৰে কাৰণে জনকৈ ময়েৰে ওজন অনকে কমে গছে সে কী রোযা ভাঙগতে পাৰবে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: গত বছর আমি কিছু শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলাম। যার ফলে আমার ওজন অনেক কমে গিয়েছিল; ডাক্তারের পরামর্শে ভিত্তিতে আমি গোটো মাস রোযা রাখতে পারিনি। এ বছর আমি সবে সব রোগ থেকে সুস্থ হয়েছি। কিন্তু আমার ওজন এখনও আগের মত আছে। আমার বাবা-মা এবং তাঁদের কাছের বন্ধুবান্ধব আমাকে রোযা না-রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন। এ নিয়ে আমি তাঁদের দুইজনকে সাথে বাকবিতণ্ডা করছি। কারণ আমি অনুভব করছি যে, আমি যতটুকু সুস্থ আছি তাতে আমি রোযা রাখতে পারব। আমার মা মহল্লার ইমামকে টেলিফোন করে আমার অবস্থা বলছেন। ইমাম সাহেব বলছেন: যহেতু আমার ওজন এখনও আদর্শ ওজনকে পেরিয়ে আসেনি তাই আমার রোযা রাখা ঠিক হবে না। এমতাবস্থায় আমি কি তাদের উপদেশে শুনব এবং পরিপূর্ণ সুস্থ হলে রোযাগুলো কায্য করব? নাকি আমি যে অবস্থায় আছি সে অবস্থায় রোযা রাখব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন, আপনাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন।

আপনা উচিত হবে, আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ ন্যো; যিনি ইতিপূর্বে আপনার চিকিৎসা করছেন। যদি ডাক্তার রোযা রাখার ক্ষেত্রে আপনার সক্ষমতা নিশ্চিত করে এবং রোযা রাখা আপনার স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক কোন প্রভাব ফেলবে না, আপনার সুস্থতা বলিম্বতি হবে না তাহলে আল্লাহ চাহতে আপনি ও আপনার পতিমাতা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে আপনি রোযা রাখা শুরু করতে পারবেন।

পক্ষান্তরে, ডাক্তার যদি মনে করেন, রোযা রাখা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কঠিন হবে, এতে করে আপনার স্বাস্থ্যগত কিছু সমস্যা হবে তাহলে রোযা না-রাখা আপনার জন্য উত্তম। রমযানের পরে আপনি সুস্থ হয়ে রোযা রাখতে পারবেন।

আল-দরিদরি মালিকী (রহঃ) বলেন:

যদি রোগ সম্পর্ক অবহতি কোন ডাক্তার ধারণা করেন যে, রোযা রাখলে রোগ বাড়বে কিংবা সুস্থতা বলিম্বতি হবে তাহলে রোযা না-রাখা জাযযে। অনুরূপভাবে রোযা রাখলে যদি রোগী খুব ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রেও [আল-শারহুল



কাবরি (১/৫৩৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: রোগে বড়ে যাওয়া কথিবা সুস্থ্যতা বলিম্বতি হওয়ার ভয় থাকলে রোযা না-রাখা জায়যে। সুতরাং রোগে বড়ে যাওয়া কথিবা রোগমুক্তি বলিম্বতি হওয়ার আশংকা হলে, কথিবা রোযা রাখলে রোগী ক্লান্ত হয়ে পড়লে— এ কারণগুলোর কারণে রোযা না-রাখা বধৈ।

পক্ষান্তরে, রোযার উপর যে রোগের কোন প্রভাব নহে, যমেন দাঁত ব্যাথ্যা, আঙুলের ব্যাথ্যা ইত্যাদির কারণে রোযা না-রাখা জায়যে নহে; যতক্ষণ না এগুলোর কারণে ভিন্ন কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়। শুধু দাঁত ব্যাথ্যা কারণে যদি কটে রোযা না-রাখে এতে তা তার কোন সুবিধা নহে। তবে, ডাক্তার যদি বলে, যদি আপনি রোযা না-রখে খাওয়া-দাওয়া করেন এতে করে, আপনার দাঁত ব্যাথ্যা, মাড়ির ব্যাথ্যা হালকা হবে— তাহলে আমরা বলব: অসুবিধা নহে। কারণ অনেকে সময় খাদ্যের কমতি রোগের দীর্ঘসূত্রতি, ব্যাথ্যা ও চোখের ব্যাথ্যার কারণ হয়। অর্থাৎ রোযা রাখাটা যদি রোগের উপর প্রভাব ফেলে তাহলে সে রোযা না-রাখতে পারে। আর যদি প্রভাব না ফেলে তাহলে রোযা ভাঙবে না। [তালকিত আলাল কাফি

(৩/১২৩) থেকে সমাপ্ত]

কবেল আদর্শ ওজনরে চয়ে ওজন কম থাকা রোযা না-রাখার কারণ নয়। বরং রোযার কারণে কধরণে কষ্ট ও ক্লান্তি বা কষতি আরোপতি হয় সটো দেখতে হবে। খাদ্যের যে ঘাটতি সটো রাতরে খাবারের মাধ্যমে পূরণ করা কিসম্ভব, নাকিসম্ভব নয়; সটোও দেখতে হবে। সুতরাং একজন বশ্বিস্ত ডাক্তারের পরামর্শ নতি হবে এবং ডাক্তার যে পরামর্শ দবিনে আপনি সটো মনে চলতে পারনে। আরও বস্তিারতি জানতে দেখুন [140246](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জাননে।